তারিখ ৬ AUG ২০১২
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

যায়যায়দিন

ছাত্রলীগের দলবাজিতে অচল ঢাবি ডিবেটিং সোসাইটি

মতিউর তানিফ

ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সংগঠন ছাত্রলীগের দলবাজিতে অচল হয়ে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস)। ইতোমধ্যেই মডারেটরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক। ভেস্তে গেছে ২০১২-২০১৩ সেশনের নতুন কমিটির নির্বাচন। গত বুধবার এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিনা নোটিশে তা স্থগিত করা হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ ও হতাশ নতুন কমিটিতে পদপ্রার্থী বিতার্কিকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে ১৯ সদস্যের একটি গঠনতান্ত্রিক কমিটি। এক বছর অন্তর নতুন করে এ কমিটি গঠন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী এ বছর (২০১২-২০১৩) নতুন কমিটির নির্বাচন গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন কারণে তা জুলাইয়ে শেষ করা হবে বলে ঠিক করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই মডারেটর ও নির্বাচক সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এ লক্ষ্যে ২১ জুলাই বিতার্কিকদের নিয়ে একটি বৈঠকও করেন তারা। ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ১৬টি হল ক্লাবের ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ ধারায় চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই সোসাইটিতে পদপ্রত্যাশী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বেঁকে বসেন। কার্যকরী কমিটির ১৯টি পদের জন্যই নির্বাচনের দাবি জানান তারা। তবে বিতার্কিকদের অভিযোগ, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মূল পদগুলোতে নিজেদের অবস্থান চূড়ান্ত করতেই তারা এ ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা জানান, বিগত বছরগুলোতে কখনো শীর্ষ দুই পদ ছাড়া অন্য কোনো পদে নির্বাচন হয়নি। এছাড়া প্রত্যেক হল থেকে ২০ জন ভোটার নিশ্চিত করতে হলে বাইরে থেকে ভোটার করতে হবে। এতে একটি গ্রুপ উপকৃত হলেও বিষয়টি হবে সংগঠনের গঠনতন্ত্র বিরোধী। বিতার্কিকদের আপত্তি সত্ত্বেও ১ আগস্ট নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন মডারেটররা। নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমাদানের ঘোষণা দিয়ে সভা স্থগিত করা হলেও কোনো কারণ ছাড়া নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হন মডারেটররা।

ক্ষুব্ধ ও হতাশ নতুন কমিটিতে পদপ্রার্থী বিতার্কিকরা

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৯-২০১০ সেশনে ছাত্রলীগের নাট্য ও বিতর্ক সম্পাদক সৈয়দ আশিককে সভাপতি করার জন্য অনেক বিতার্কিককে ভোটার করা হয়নি। এ বছরও একইভাবে ছাত্রলীগ নেতারা সভাপতিসহ মূল পদগুলো দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এর মধ্যে সূর্যসেন হল শাখা ছাত্রলীগের নেতা সোহাগ ও ফজলুল হক হলের রবিক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী। এছাড়াও শহীদুল্লাহ হলের ছাত্রলীগ কর্মী বিলাসও পদ চান। ফলে মডারেটররা ক্ষমতাসীনদের দাবি-দাওয়া মেটাতে উপায় না পেয়ে নির্বাচন স্থগিত করেছেন।

এ বিষয় নিয়ে অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে তিনি বলেন, ডিবেটিং সোসাইটিতে অনেক সময় দিয়েছেন। এখন আর থাকতে চাচ্ছেন না।